দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 1 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

৩০

০১

পরীক্ষার ফল ও পরীক্ষার তারিখ

রোববারের ঢাকার সংবাদপত্রে পরীক্ষা নিয়ে দু'টি খবর আছে। দুটি খবরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। এর মধ্যে একটি খবর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরটি গতানুগতিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।

প্রথম খবরটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ মাত্র এক মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে। এই বিভাগের ৯০ সনের ডিগ্রী অনার্স কোর্সের পরীক্ষা শেষ হয়েছে মাত্র অক্টোবরে। নবেম্বরেই তার ফল প্রকাশ করাহয়েছে।

এ ঘটনা সাম্প্রতিককালে ঘটেনি। ঢাকায় আজকাল বিখ্যাত দৃশ্য হচ্ছে যান জট। খবর হিসাবে এককালে বিখ্যাত ছিল সেশন জট। আর এই সেশন জটের পিছনে মস্ত বড় জট ছিল পরীক্ষার ফল নিয়মিত প্রকাশ না হওয়া। কারণে অকারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে। শিক্ষকদের ক্লাস নিতে হয়নি। অবসরে কেটেছে মাসের পর মাস। কিন্তু পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখা হয়নি। উত্তরপত্র যায়নি প্রধান পরীক্ষকের কাছে বা কখনও হারিয়েই গেছে উত্তরপত্র। এ ধরনের নানা অজুহাত দেয়া হয়েছে বার বার। তার অনিবার্য পরিণতি পরীক্ষার ফল নিয়মিত প্রকাশ না হওয়া। এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরীক্ষার ফল প্রকাশ বাকি। সে ফল একমাসের সময়সীমায় প্রকাশিত হবে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি না পাওয়া গেলে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এই বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন অর্থহীন হয়ে যাবে।

পত্রিকার দ্বিতীয় খবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ডিগ্রী পরীক্ষা নিয়ে। ডিগ্রী পরীক্ষা তিন মাস পিছিয়ে গেছে। ২৯ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু হবে ৩১ মার্চ। এ খবরটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানালেন পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখের এক মাস পূর্বে। পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি তখন পুরোদমে চলছে। পরীক্ষার্থীরা প্রতীক্ষা করছিল পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচীর। পরিবর্তে ঘোষিত হলো পরীক্ষর তারিখ পরিবর্তন। এবং স্বাভাবিকভাবেই এ খবর হতাশার সৃষ্টি করবে পরীক্ষার্থী এবং তার অভিভাবক মহলে। নতুন করে তিন মাস পড়া অব্যাহত রাখা এবং এই তিন মাসের ব্যয় বহন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই নতুন ব্যয়ের প্রশ্নটি শহরাঞ্চলে সমস্যার সৃষ্টি না করলেও গ্রাম বাংলায় নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এখানে সংগতি এবং আশা-নিরাশার প্রশ্ন মুখ্য। অনেক পরিবারেরই পরীক্ষার্থী ছেলেটিকে ডিগ্রী পরীক্ষা শেষ করে চাকরির ধান্ধায় বের হতে হবে। সে পরিবারের কাছে পরীক্ষার তারিখ সরাবার খবর দুঃসংবাদ মাত্র। এছাড়া এ বাড়তি তিন মাসের মধ্যে সারাদেশে পৌরসভার নির্বাচন হচ্ছে। আসছে রমজান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ প্রশ্নটি আদৌ ভেবে দেখেছেন বলে মনে হয় না। আমরা মনে করি পরীক্ষার তারিখ পিছানোর পূর্বে এ প্রশ্নগুলো পুংখানুপুংখভাবে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন ছিল। আর কোন বিশেষ কারণে পরীক্ষার তারিখ সরাতে হলেও সে ঘোষণা আসা উচিত ছিল অনেক পূর্বে এবং স্বল্প সময়ের জন্য।